দৈনিক সংবাদ

JUN 20 2002

চাখার কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ

ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন প্রায়

বরিশাল থেকে মানবেন্দ্র বটব্যাল ঃ চাখার সরকারি এ. কে ফজলুল হক কলেজে রাজশাহীর এক কলেজছাত্রীকে ছাত্রদল ক্যাডারদের ধর্ষণের ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন উপজেলা বিএনপি নেতৃবৃন্দ।

শুক্রবার সকাল পৌনে এগারোটায় ছাত্রদলের ক্যাডার হান্নান সিকদার, স্বপন সিকদার ও মতি খলিশাকোঠা গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসা রাজশাহীর একটি কলেজের ছাত্রীকে কলেজ ভবনে নিয়ে ধর্ষণ করে। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত খবর 'সংবাদ'সহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসনের টনক নড়ে। অথচ বানারীপাড়া পুলিশ ঘটনাটি আগেই জানতে পেরে একটি জিডি করে রেখেছিল।

শুক্রবারের ঘটনার পরপরই বানারীপাড়া ও চাখার বিএনপি নেতৃবৃন্দ এবং ধর্ষকদের চাপে ধর্ষিতা ও তার অভিভাবকগণ থানায় কোন মামলা দায়ের না করে রাজশাহী চলে যায়। ধর্ষিতা বানারীপাড়া ত্যাগ করছে জেনেও পুলিশ তাতে কোন বাদ সাধেনি। সোমবার স্থানীয় সংবাদকর্মীরা ঘটনাটি জানতে পেরে চাখার কলেজে যান। এ সময় বিবস্ত্র অবস্থায় ছাত্রীটিকে উদ্ধারকারী কলেজের প্রধান করণিক, পিয়নসহ অন্যরা অধ্যক্ষ সুলতান আহম্মদের উপস্থিতিতে ঘটনার বিবরণ দেয়। আর তার ভিত্তিতেই মঙ্গলবার বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে এ জঘন্য ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়।

মঙ্গলবার সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শহীদুল ইসলামের নেতৃত্বে বিএনপি নেতৃবৃন্দ কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাদের সঙ্গে যোগ দেন চাখার ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবদল নেতা মজিবর রহমান এবং ঘটনার নায়করা। এদের সঙ্গে সলাপরামর্শশেষে অধ্যক্ষ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করেছেন। তদন্ত টিমকে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। এদিকে বিএনপি নেতা ও ধর্ষকদের চাপে ধর্ষিতাকে উদ্ধারকারীরা এখন উল্টো সুর গাইতে শুরু করেছে। এমনকি সরকারিদলের চাপের মুখে ধর্ষিতার আত্মীয়স্বজন এখন চুপ হয়ে গেছেন। তাই তদন্ত প্রতিবেদনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এদিকে বানারীপাড়া পুলিশের ভূমিকা আরও রহস্যজনক। তারা রাজশাহী থেকে ধর্ষিতাকে এনে তার জবানবন্দি নেয়া বা তার মেডিক্যাল টেস্ট করানোর উদ্যোগ নেয়নি। অবশ্য মঙ্গলবার রাতে বরিশাল ডিবি পুলিশের একটি দল বানারীপাড়ায় গিয়ে অন্যতম ধর্ষক স্বপন সিকদারসহ মজিদ ঘরামি, জাকির ঘরামি ও খাদেম হোসেনকে বরিশাল নিয়ে আসে। ডিবি পুলিশের ভাষ্যমতে, এদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বরিশাল আনা হয়েছিল। বুধবার আবার বানারীপাড়া পুলিশ তাদেরকে নিয়ে গেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদে কি তথ্য পাওয়া গেছে তা কেউ জানাতে অস্বীকার করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে বরিশালের বিএম কলেজে একইভাবে মহিলা কলেজের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করা হয়। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হলে পুলিশ ও কলেজ প্রশাসন ঘটনা অস্বীকার করে; কিন্তু সংবাদপত্রে ক্রমাগত লেখালেখির কারণে শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের চাপে পুলিশ ধর্ষিতা ছাত্রীটিকে খুঁজে বের করে এবং তাকে দিয়ে অভিযোগপত্র দাখিল করানো হয়।